নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৪, পৃঃ৩৬-৫৩
©১৯৯৯ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মাঠকর্মঃ সমকালীন প্রশ্ন

আকবার হোসেন*

> এ সমাজে শিক্ষিত লোকেরাই বেশী অপরাধ করে। তারা সরকারী বেসরকারী অফিসে বসে কলম ঘুরায়, ঘুষ খায়, কলমের খোঁচায় পরিবর্তন করে দেয় সত্যকে মিথ্যায়। অথচ সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেয়া হয় গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের উপর। তাদের হাতে যেমন কলম আছে, তেমনি টিভি আছে, রেডিও আছে, সুযোগ আছে আমাদের মত গ্রাম্য মানুষদের নিয়ে নাটক করার, সকল দোষে দোষী দেখানোর। আমাদের হাতে কলম, কাগজ, টিভি, সিনেমা কোনোটাই নেই - তাই আমরা পারিনা শিক্ষিতদের সমাজ বিদ্বেষী চরিত্র, লোভ লালসাকে তুলে ধরতে। গ্রামে সালিশী করতে গিয়ে আমরা বড়জোড় একটা পান খাই, একটা বিড়ি নেই, ১০ বেত দণ্ড দেয়ার জায়গায় ৫ বা ১৫ বেত দেই - কিন্তু আমরা সমাজকে তো চালিয়ে নেই। আমরা বিচার করি বাদী বা আসামীর শিকড় দিয়ে। আর শিক্ষিতের বিচার হয় উকিলের যুক্তি ও মধ্যস্থতা দিয়ে, তাদের সিদ্ধান্ত (রায়) ভেবে দেখে না সমাজে তার প্রতিক্রিয়া এবং পরিণতি।[১]

> আমাদের মত গরীব মানুষের জীবন আর এমন কি? সৃষ্টিকর্তা দুনিয়ায় পাঠিয়েছে তাই এসেছি। তিনি যেভাবে চালিয়ে নিবেন সেভাবেই চলে যাই। আবার যেদিন ডাক দিবেন-চলে যাব। তাই আমাদের নিয়ে ভাববার কি আছে? এমনিতো চিন্তা করছি এতদিন ধরে। মাঝে মাঝে আপনাদেরকে যখন দেখি আমাদের কথা শুনতে চান, আমাদের কথা চিন্তা করেন তখনই যেনো অনেক কিছু উলট পালট হয়ে যায়। মনে হয় কি যেনো একটা জানিনা। কোন কিছুরই যেনো কিনারা খুজে পাই না।[২]

উপরের প্রথমটি গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ও আত্মীয়তা বিষয়ক গবেষণার মাঠকর্ম কালীন একজন গ্রামীণ সালিশকারের বক্তব্য এবং দ্বিতীয়টি প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও সমাজ কাঠামো বিষয়ক গবেষণার মাঠকর্মকালীন একজন উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়া। মাঠকর্ম নৃবিজ্ঞানকে একাডেমিক জ্ঞানকান্ড (academic discipline) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান থেকে আলাদা করে। সাম্প্রতিককালে মাঠকর্মই আবার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে - মাঠকর্মে নৃবিজ্ঞানীর ভূমিকা ও নৈতিকতাকে (ethics) ঘিরে। একজন নৃবিজ্ঞানী যেখানে মাঠকর্ম করেন সে মাঠকর্মক্ষেত্রের সাথে তার পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি তত্ত্বীয় ও ফলিত নৃবিজ্ঞানের পাশাপাশি উত্তর-আধুনিক নৃবিজ্ঞানে সরবে উচ্চারিত হচ্ছে (Brettel 1993, Clifford & Marcus 1986, Douglas 1994, Geertz 1988, Hammersley & Atkinson 1983, Moran 1996, Willigen et. al., 1989)। একজন নৃবিজ্ঞানী গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য যে মাঠকর্মক্ষেত্রটি ব্যবহার করছেন অর্থাৎ যে সমাজটিতে কাজ করছেন - নৃবিজ্ঞানীর ঐ কাজ -

---

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা ও মাঠকর্ম ঐ সমাজ বাস্তবতায় কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরী করছে কিনা বা গুরুত্ব পাচ্ছে কিনা তাও আলোচনায় আসছে (Clifford & Marcus 1986, Fardon 1995, Stocking 1983)। নৃবিজ্ঞানে মাঠকর্মচর্চা নীতিবোধ সম্পর্কিত যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে তা হলো - প্রথমতঃ, উত্তরদাতার কাছ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যুক্তির সীমা লংঘন করে কিনা; দ্বিতীয়তঃ তথ্য আদায়ের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাঠকর্মী যে সব কৌশলের আশ্রয় নেন তার দ্বারা উত্তরদাতা প্রভাবিত বা সম্মোহিত হচ্ছে কিনা; এবং শেষতঃ উত্তরদাতা প্রভাবিত, সম্মোহিত, আন্তরিক বা সহযোগী হলে বা 'না হলে', তার প্রদেয় তথ্যের যৌক্তিকতা যাচাই করার সুযোগ আছে কিনা।

মাঠকর্মকে যদি 'খুঁজে বের করার একটি অভিযান' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তবে যে বিষয় বা বিষয়গুলিকে সামনে রেখে মাঠকর্ম করা হয় তার গুরুত্ব বোঝা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে কেননা মাঠকর্মের মাধ্যমেই কোনো একটি বিষয়কে সুত্র ধরে সামনের লুকিয়ে থাকা (বা অজানা) একটি বাস্তবতাকে বের করার চেষ্টা করা হয়। আরো সহজ করে বলা যায় যে মাঠকর্মের মাধ্যমে নৃবিজ্ঞান অদৃশ্য অবয়বকে দেখার চেষ্টা করে। যে সূত্রটি ধরে মাঠকর্ম করা হয় তা সমাজ বাস্তবতা বোঝার জন্য কতটা সহায়ক এবং বাস্তবতার নির্ধারক তার পাশাপাশি সূত্রটি বাস্তবতায় কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তারই একটি পূর্বধারণা গ্রহণ করে মাঠকর্মী নৃবিজ্ঞানী। এ পূর্বধারণাটি সামাজিক সত্যকে উপলব্ধিতে আনবার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মাঠকর্মকেই প্রভাবিত করে। মাঠকর্ম নিয়ে উত্তর-আধুনিক নৃবিজ্ঞানে এখানটাতেই সংশয়ের সূত্রপাত। দ্বিতীয়তঃ মাঠকর্ম একজন গবেষক নৃবিজ্ঞানীর (মাঠকর্মী) সাথে মাঠকর্মক্ষেত্রে উত্তরদাতার সম্পর্ক স্থাপন করে। এ সম্পর্ক কোনো পরিসর দ্বারা নির্ধারিত কিনা অথবা কোনো পরিধি দ্বারা আবদ্ধ কিনা - অর্থাৎ সম্পর্কের বিস্তৃতি কতদূর এবং তার মধ্যে গবেষণার বিষয়বস্তুর ফোকাস বিন্দুকে কত তীক্ষ্মভাবে সংস্থাপন করা সম্ভব - তাও ভাববার বিষয়। কারণ মাঠকর্মের মাধ্যমে গভীর অনুসন্ধান উত্তরদাতা ও মাঠকর্মীর সকল সামাজিক সম্পর্কসমূহের মিথষ্ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

মাঠকর্মের এ দিকগুলো নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতির ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় হিসেবে দাড়িয়েছে এ কারণে যে নৃবিজ্ঞান তার যাত্রা শুরু করেছিলো যে ঔপনিবেশিক পরিবেশে বা পতাকাতলে, সে পরিবেশ থেকে আজকের পরিবেশ ভিন্ন হলেও নীতিগতভাবে বৈশ্বিক রাজনীতির প্রভাব ও বলয় বর্তমানেও অটুট রয়েছে, কিন্তু ভিন্ন রূপ ও অবয়বে। এ নুতনত্ব সমন্বয় ঘটাচ্ছে উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বের মেধা ও অভিজ্ঞতাকে। নৃবিজ্ঞানেও সূচনা ঘটেছে সে সমন্বয়ের। স্থানিক নৃবিজ্ঞান (Native Anthropology)[৩] ও বর্তমানের আলোকে প্রচলিত নৃবিজ্ঞানকে চুলচেরা বিশ্লেষণ (critical analysis) নৃবিজ্ঞানীদের (বিশেষ করে তরুণ নৃবিজ্ঞানীদের) মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং একটি চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে উন্নত-অনুন্নত সকল দেশেই নৃবিজ্ঞান চর্চায় নৃবিজ্ঞানীগণ (সমাজবিজ্ঞানীগণও) নিজেদের গবেষণা বা কাজকে

সমাজ বাস্তবতার একটি নিখুঁত দলিল হিসেবে দেখাতে চান অর্থাৎ গবেষণা বা কাজকে যে ফর্মেই প্রকাশ বা উপস্থাপন করেন না কেনো তাতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন একটি বিন্দুতে তা হচ্ছে সমাজ বাস্তবতাকে অনুধাবন করার জন্য তিনি তথ্যগুলো এমনভাবে সংগ্রহ করেছেন যা থেকে বাস্তবতা চোখের আড়াল বা উপলব্ধির অগোচরে যাবার কোনো সুযোগ নেই এবং এ উদ্দেশ্যে যে কাজটি প্রারম্ভিক কাজ হিসেবে শেষ করেছেন তা হলো ঐ সমাজের নৈকট্য অর্জন করা। এ নৈকট্য অর্জনের একমাত্র উপায় হচ্ছে মাঠকর্ম যার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য দিয়ে বাস্তবতা বোঝা গেছে। এখানেই উত্থিত হচ্ছে সমাজ বাস্তবতাকে কতটা উপস্থাপন করা সম্ভব তা যাচাই করার প্রসঙ্গ। *Writing Culture* গ্রন্থের প্রচ্ছদে ছাপা স্টিফেন টাইলরের মাঠকর্মীকালীন একটি ছবিতে (Clifford & Marcus 1986) দেখা যায় টাইলর যখন ফিল্ডনোট তৈরী করছেন, তারই পিছনে একজন উত্তরদাতা আনমনা হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন, অপর পাশ থেকে একটি শিশু তাকিয়ে আছে টাইলরের লেখার দিকে, আর টাইলর একটি ভেজা তোয়ালে সানগ্লাসে লাগিয়ে লিখছেন গভীর মনোযোগ দিয়ে। টাইলর যখন লিখছেন তখন যে ঘটনাটি সেখানে ঘটছে সে বাস্তবতাটুকু টাইলরের 'নিখুঁত দলিলে' পাচ্ছি কি? শিশুটির ভাবনা ও উত্তরদাতা ব্যক্তিটির মূল্যায়ন - এ অবস্হাটি মাঠকর্ম বা গবেষণার কোন স্তরে গুরুত্ব পাচ্ছে? একটি মাঠকর্মের মাধ্যমে একজন নৃবিজ্ঞানী সমাজ বাস্তবতাকে 'খুজে বের করার' প্রতিশ্রুতি দিলেও বা দাবী করলেও বিপরীত পার্শ্বে ঐ মাঠকর্মের প্রতিক্রিয়ার যে বাস্তবতাটি রয়েছে তাকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা ও উপস্হাপন করছেন? এ ধারণাটি আরো স্পষ্ট করেছেন স্টকিং (Stocking 1983)। নৃবিজ্ঞানী সর্বদাই সুকৌশলে বড়াই করছেন তার অসাধারণ পর্যবেক্ষণ দক্ষতার, 'আমি দেখছি, পর্যবেক্ষণ করছি, বোঝার চেষ্টা করছি একটি সমাজকে, সমাজ বাস্তবতাকে।' কিন্তু এর বাইরে যে বিষয়টি থেকে যাচ্ছে তা হল, ঐ সমাজবাসীরাও তাকে দেখছে, তাকে পর্যবেক্ষণ করছে, এবং তাকে মূল্যায়ন করছে।

মাঠকর্মীর চলন-ফিরন-বলন থেকে স্হানীয়রাও অভিজ্ঞতা অর্জন করছে একজন বহিরাগত মানুষের সম্পর্কে, তার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে, ঐ বহিরাগত মানুষটি তাদেরকে, তাদের সমাজকে অবলোকন করছে - এ বিষয়টিও দেখছে অর্থাৎ পর্যবেক্ষণকারীও পর্যবেক্ষণের আওতায় পড়ছে। স্টকিং এর পাশাপাশি আরো অনেকেরই প্রশ্ন হচ্ছে যে একজন নৃবিজ্ঞানী এ পরস্পরমুখী অবস্হানে থেকে সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরতে সক্ষম কি? এ অবস্হা মাঠকর্মীকে একটি কল্পনাশ্রয়ী প্রতিচ্ছবির (imagination) এর দিকে ঠেলে দেয়। সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরার নৃবৈজ্ঞানিক মাঠকর্ম প্রক্রিয়া তাই 'আংশিক সত্য' (Clifford 1986) উদঘাটনের প্রক্রিয়া, কারণ এর মাধ্যমে নৃবিজ্ঞানীকে সত্য দাবী করার পরিবর্তে বলতে হচ্ছে 'এটা (সম্ভবতঃ) সত্য তবে আমি নিশ্চিৎ নই যে এটা সত্য।' যদি মাঠকর্মের মাধ্যমে সমাজ বাস্তবতার পরিবর্তে কল্পনাশ্রয়ী ইমেজকে প্রতিস্হাপন করতে হয় সেক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠানিক পরিচিতিতে মাঠকর্মের মূল্যায়ন

কিভাবে করা হবে এবং নৃবিজ্ঞান মাঠকর্মনির্ভর এ ধারণাটি টিকে থাকবে কিনা তত্ত্বীয়, ফলিত ও উত্তর-আধুনিক নৃবিজ্ঞানে, এগুলো সাম্প্রতিক আলোচ্য বিষয়। মাঠকর্মভিত্তিক তত্ত্বসমূহ নৃবিজ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল এবং এ যাবৎকাল পর্যন্ত সে ধারাই অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু ম্যালিনস্কির সংগৃহীত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা আজ যখন প্রশ্নের মুখোমুখি তখন সেই সব তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রদত্ত তত্ত্ব আজকের বাস্তবতার নিরীখে কিছুটা হলেও প্রশ্নসাপেক্ষ হওয়াই স্বাভাবিক। একইভাবে ফার্থ, মিড ও ইভান্স-প্রিচার্ডের তথ্য ও তথ্যের বাস্তবতা নিয়ে সংশয় উত্থাপিত হয়েছে আধুনিক নৃবিজ্ঞানীদের আলোচনায় (দেখুন, Clifford 1988, Rosaldo 1986, Geertz 1988)। একাডেমিক প্রয়োজনের তাগিদেই মাঠকর্মের বিভিন্ন দিকগুলি খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। মাঠকর্মের বিতর্কিত দিকগুলি তুলে ধরার ক্ষেত্রে উত্তর-আধুনিক নৃবিজ্ঞান খানিকটা সফলতার পরিচয় দিয়েছে। এ যুক্তিগুলোকে গ্রহণ এবং সমকালীন সমাজ বাস্তবতার নিরীখে বিশ্লেষণ করে মাঠকর্মকে আরো বাস্তবমূখী করা প্রয়োজন। নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব শতবর্ষ পার হয়েছে। মাঠকর্মের ইতিহাসও বহু বছরের। কিন্তু মাঠকর্মের নৈতিক ও যৌক্তিক দিক আজ প্রশ্নের মুখোমুখি হবার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সময়ের অভিযোজন। প্রথম দিকের নৃবিজ্ঞানীদের থেকে শুরু করে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত নৃবিজ্ঞানের একাডেমিক চর্চার বিশেষ দিকগুলো হচ্ছে, প্রথমতঃ যারা নৃবিজ্ঞান চর্চা করতেন তাদের সমাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি ও অবস্হান; দ্বিতীয়তঃ যাদের সাথে বা যে সমাজে কাজ করেছেন তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিচিতি ও অবস্হান; তৃতীয়তঃ গবেষণার বিষয়বস্তু; চতুর্থতঃ যে প্রেক্ষিতে ঐ বিষয়গুলি গবেষণা প্রকল্পের আওতাধীন হলো; এবং শেষতঃ যে সব বিষয় গবেষণার বা মাঠকর্মের অর্ন্তভূক্ত হয়নি বা গুরুত্ব পায়নি সেগুলো আওতাভূক্ত বা গুরুত্ব পাওয়া অংশ থেকে যে নীতিমালার দ্বারা বিভাজিত হলো। এ বিষয়গুলিকে মাঠকর্মের উত্থিত যুক্তির বিচারে নিলে ভাগ করা যায় ৩টি ভাগেঃ

১. গবেষণা/মাঠকর্মের বিষয়বস্তু (তত্ত্বীয় প্রেক্ষিতসহ), মাঠকর্মক্ষেত্র ও মাঠকর্মক্ষেত্রের সামাজিক বাস্তবতা।
২. মাঠকর্মী (গবেষক), উত্তরদাতা (সমাজবাসী) ও তাদের সম্পর্ক।
৩. তথ্য প্রবাহের ধারা ও দুই সমাজ (যে সমাজ থেকে তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে এবং গবেষকের সমাজ যে সমাজে তথ্য যাচ্ছে)।

এখানে তথ্য প্রবাহের ধারা মাঠকর্মক্ষেত্র থেকে গবেষকের সমাজমুখী এবং এ তথ্যই এথনোগ্রাফির উৎস (চিত্র-১)। গবেষক তার বিষয়বস্তুর আলোকে সমাজ বাস্তবতা লেকে তথ্য সংগ্রহ করছেন সরাসরি (পর্যবেক্ষন ও অন্যান্য কৌশল প্রয়োগ করে) এবং উত্তরদাতার মাধ্যমে। কিন্তু বিপরীত স্রোতটি থেকে যাচ্ছে অজানা-গবেষক মাঠকর্মী সম্পর্কে উত্তরদাতার মূল্যায়ন ও অভিজ্ঞতা।

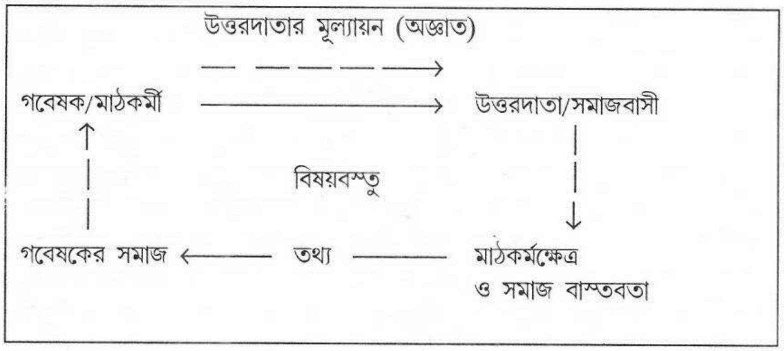

চিত্র- ১ঃ মাঠকর্ম ও তথ্য প্রবাহ

এর পরবর্তী পর্ব হিসেবে বিবেচিত হয় মাঠকর্মকালীন সময়ের মধ্যে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরন প্রসঙ্গ। একজন গবেষক মাঠকর্মী তার মাঠকর্ম চলাকালীন সময়েই গবেষণার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে ও মাধ্যমে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরনের কাজটি করে থাকেন ।

মাঠকর্ম সম্পর্কিত উত্থাপিত প্রশ্নগুলি অধিক জনপ্রিয়তা লাভের একটি কারণ হচ্ছে মাঠকর্মের মাধ্যমে সমাজ বাস্তবতার আরো গভীরে যাবার প্রচেষ্টা নিয়ে অধিকতর বাস্তবতা উপলব্ধির জন্য মাঠকর্ম আরো বাস্তবমুখী করার ধারণাই ইন্ধন যোগায় প্রশ্নগুলি তোলার জন্য। অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীগণ যেভাবে কাজে লাগিয়ে আসছিলেন নৃবৈজ্ঞানিক মাঠকর্ম সমাজ বাস্তবতা বোঝার একমাত্র হাতিয়ার - এ ধারণাটি, ভ্রান্তধারণায় পর্যবসিত হতে যাচ্ছিলো একাডেমীক স্বার্থ ও পরিসর, তখনই তত্ত্বীয়, ফলিত ও উত্তর আধুনিক নৃবিজ্ঞানীগণ মাঠকর্মের নিখুঁত বিশ্লেষণ শুরু করেন। মাঠকর্মের সাথে নীতিবোধ, মাঠকর্মীর ভূমিকা ও তাত্ত্বিক জ্ঞানচর্চার সম্পর্ক নিবিড় - এ ধারনাটি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে নৃবিজ্ঞানে। পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে নৃবিজ্ঞানের ভেতর থেকে প্রচলিত ধারনাসমূহের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা। মাঠকর্ম বাস্তবতার উদঘাটনে সহায়তা করে কিনা বা কতটুকু উদঘাটন সম্ভব সেসব প্রশ্নের মানে মাঠকর্মের ইতিটানা বা ভ্রান্ত বলে পরিগনিত করা নয় বরং নতুন সংযোজন ও পরিভ্রমণ কোন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ করা। কাজেই নৃবিজ্ঞানের মাঠকর্ম সম্পর্কিত ধারনাসমূহকে তীক্ষ্ম বিশ্লেষনে আনা কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা পূর্ণজাগরণ নয় বরং সময়ের প্রয়োজনে সৃষ্ট সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি মাত্র যা নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব বিনির্মাণ ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর নির্ধারনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রদত্ত বিবেচনাকে সামনে রেখে তত্ত্বীয়, ফলিত ও উত্তর আধুনিক নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মাঠকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

Insider-Outsider বিতর্কঃ Outsider vs. Outsider as Insider

মাঠকর্ম বিশ্লেষনের একটি দিক হচ্ছে insider-outsider বিতর্ক। মাঠকর্মীর আপেক্ষিক অবস্হান নির্ধারিত হচ্ছে তিনি যে সমাজে মাঠকর্ম করছেন সে সমাজ পরিসরের প্রেক্ষিতে । সমাজকে পরিধিস্হ করা হয় মাঠকর্মীর পরিচয় স্পষ্ট করার জনা এবং মাঠকর্মী যে বিশিষ্টতা দিয়ে পরিচিত হন তা হলো ঐ সমাজের সাথে তার সম্পর্ক কি ও তিনি এ সমাজের সদস্য নাকি সদস্য নন তা দিয়ে। মাঠকর্মী যদি ঐ সমাজের সদস্য হন তাহলে তিনি পরিচিত হচ্ছেন insider হিসেবে, আর যদি সদস্য না হন তাহলে পরিচিত হচ্ছেন outsider হিসেবে। নৃবিজ্ঞানের প্রচলিত মাঠকর্ম চর্চার ধারায় outsider হিসেবে মাঠকর্ম করা গবেষকদের পক্ষে যে যুক্তিগুলো দেয়া হয় তা হলো যিনি একটি সমাজে, সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে বড় হয়েছেন, অংশগ্রহন করেছেন সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডে, উপলব্ধি করেছেন নিজ সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থকে, তিনি যখন অন্য একটি সমাজে মাঠকর্মী হিসেবে ঢুকেন তখন স্বভাবতঃই নিজ সমাজের পরিচিতি নিয়ে ঢুকবেন শুধু তাই নয় - কথা বলার ভঙ্গী থেকে শুরু করে খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য দৈনন্দিন কাজকর্মে অবচেতনে হলেও চর্চা করবেন নিজ সংস্কৃতির। যে কারণে ভিন্নতাগুলি ধরা পড়ে সহজেই। নিজ সমাজের সামাজিক সম্পর্কগুলি, 'সাংস্কৃতিক অর্থ' সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার কারণে অন্য সমাজে একই উপাদানের ভিন্নতাগুলো সহজেই উপলব্ধিতে আসে। অন্য সমাজের প্রতিটি সাংস্কৃতিক উপাদান প্রথা, মূল্যবোধ, অনুষ্ঠানাদি ও ক্রিয়াশীল প্রতীকগুলো একজন স্হানিক এর চেয়ে বহিরাগত মাঠকর্মী চিহ্নিত করতে পারবেন সহজেই, স্হানিকের জন্য সমস্যা হচ্ছে তিনি সদা এর চর্চা করছেন বলে তার নিকট এর ভিন্নতা, নতুনত্ব ধরা পড়বেনা। মাঠকর্মের মাধ্যমে নৃবিজ্ঞানী যে রহস্যগুলি বের করতে চান, যে ফ্যাক্ট বা ঘটনাগুলো তুলে আনতে চান তার যথার্থ উপলব্ধির সুযোগ থাকছে outsider-এর। কারণ এ প্রচলিত ধারণাটি নৃবিজ্ঞানে প্রভাব বিস্তার করে আসছিলো দীর্ঘদিন। outsider-insider বিষয়ক সাম্প্রতিক বিতর্কে একটি বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছে গবেষক ও মাঠকর্মী নৃবিজ্ঞানীর যথার্থ প্রশিক্ষণ ও পর্যাপ্ত তত্ত্বীয় ধারণা থাকার প্রশ্ন। যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও তত্ত্বীয় জ্ঞানসম্পন্ন গবেষক সামাজিক ঘটনাকে উপলব্ধি করেন তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যেখানে insider বা outsider পরিচিতি বড় ফ্যাক্টর নয়।

মাঠকর্মী insider বা outsider যা-ই হোন না কেন সমাজ বাস্তবতা তুলে ধরতে হলে প্রতিটি ঘটনা খুঁজবে নৃবিজ্ঞানী মাঠকর্মী এটাই স্বাভাবিক ও কাঙ্খিত। কিন্তু প্রশ্ন হলো এ সামাজিক ঘটনাগুলোকে কিভাবে চিহ্নিত করা হবে, কিভাবে বোঝা যাবে তাদের ক্রিয়াশীলতা? এ কাজ সামাজিক পরিসর যে এককসমূহের সমন্বয়ে গঠিত ও যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে রয়েছে অসংখ্য মানুষের সামাজিক সম্পর্কের বিশাল নেটওয়ার্ক এবং এ নেটওয়ার্কের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বিমাত্রিক সম্পর্কের ধারা যার প্রতিটিই

প্রতিমূহুর্তে ক্রিয়াশীল থাকছে এক একটি বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য, বাস্তবতাকে নির্ধারণ করার জন্য, গতিশীল করার জন্য এবং মোকাবেলা বা রুদ্ধ করার জন্যও। এ জটিল সমাজিক প্রক্রিয়া, তার ভিতর অসংখ্য ঘটনা অসংখ্য প্রপঞ্চ তৈরী করছে, ভেঙ্গে দিচ্ছে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত বা সংকুচিত করছে। এ পরিস্থিতিতে একজন outsider এর পক্ষে যেমন কঠিন হয়ে যাচ্ছে প্রতিটি প্রপঞ্চ, ঘটনা ও তার বাস্তবতাকে তুলে ধরা তেমনি এটিও অস্বীকার করাার উপায় নেই যে একজন insider এর পক্ষেও এটি কঠিন কাজ। একজন outsider এর পক্ষে যেমন যুক্তি দেয়া হয় যে, তিনি অন্য সমাজের বলে মাঠকর্মক্ষেত্রের বাস্তবতা সহজে উপলব্ধি করতে পারেন তেমনি এ যুক্তি ও আজ-উপস্থাপিত হচ্ছে যে বহিরাগত হবার কারনে বিশাল নেটওয়ার্ক ও তার ক্ষুদ্র উপাদান গুলি তিনি চিহ্নিত করতে সক্ষম নন এবং বাস্তবতার বিরাট অংশই তার অজ্ঞাত থেকে যায় সেখানে একজন insider দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও অর্থ (meaning) বুঝবার কারনে সমাজিক বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম। এ যুক্তির মানে এমন নয় যে, insider বাস্তবতা বুঝতে সক্ষম। একজন ভশড়ভধনক্ষ এর পক্ষে নিজ সমাজ সত্ত্বেও সকল নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এ ধারা ধরে এগুলে দেখা যায় যে একজন outsider-কে মাঠকর্মক্ষেত্রে আপন করা বা ঐ সমাজের লোক মনে করা হয়না একজন insider-ও প্রকৃত অর্থে ও বাস্তবে insider হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে না বরং outsider as insider মাত্র। নিজ সমাজে মাঠকর্ম করা সত্ত্বেও গবেষক যে সামাজিক পরিসরে বসবাস করেন, মাঠকর্মক্ষেত্র তার সেই ক্ষুদ্র কোষ বা পরিসর থেকে ভিন্ন ও বাইরে। মাঠকর্ম ক্ষেত্রের (কেবলমাত্র গবেষণা এলাকা/সমাজ) বাহির থেকে এসে থাকলে একই সমাজের লোক হওয়া সত্ত্বেও একই এলাকার লোক নন অর্থাৎ বৃহৎ সাংস্কৃতিক পরিসর ও সামাজিক গন্ডীতে বসবাস সত্ত্বেও মাঠকর্মী স্থানিক হিসেবে বিবেচ্য নন। তিনিও একজন outsider হয়ে যাচ্ছেন যদিও বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিসরের তিনি একজন অংশীদার। আবার মাঠকর্মী যে সমাজের বাসিন্দা বা সমাজের যে কোষে তিনি বসবাস করেন বা যে কোষের সাথে যুক্ত তার মাঠকর্মক্ষেত্র যদি সেটিও হয় সেখানেও দেখা যায় ঐ গবেষক মাঠকর্মীর বাইরে যে ব্যক্তিবর্গ রয়েছে, তাদের সে পারস্পারিক সমাজিক সম্পর্কের নেটটওয়ার্ক রয়েছে তা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলেও মাঠকর্মী একজন outsider হিসেবেই বিবেচিত হন। কাজেই একজন গবেষক নৃবিজ্ঞানী ও মাঠকর্মী যখন মাঠকর্মে যান তিনি সর্বদাই outsider, তাকে পরিচিত করা হয় অন্য সমাজ বা অন্য সংস্কৃতির কিনা সেটা দিয়ে। অন্য সমাজ থেকে আসা মাঠকর্মীর ক্ষেত্রে outsider প্রত্যয় ব্যবহার করে নিজ সমাজের মাঠকর্মীকে outsider as insider বলা যেতে পারে। নিজ বা ভিন্ন সমাজের বা সংস্কৃতির যারই হোন না কেন মাঠকর্মী সর্বদাই outsider।

সংগৃহীত তথ্য, পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতা এবং পূর্বধারণাকৃত ইমাজিনেশন

মাঠকর্মের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তথ্যের ভিত্তি প্রাথমিক ফলাফল ও সংগ্রহ উত্তর প্রতিক্রিয়া - এ তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যের ভিত্তি হিসেবে প্রথমতঃ মাঠকর্মের পূর্বে গবেষণার বিষয়বস্তু নিরীখে তৈরী প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, দ্বিতীয়তঃ মাঠের পরিস্থিতি ও বিষয়বস্তু সমন্বয় ঘটিয়ে সংশোধিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং তৃতীয়তঃ শুধুমাত্র মাঠের বাস্তবতা ও পরিস্থিতিতে তথ্য সংগ্রহ - এ তিনটিকে বিবেচনা করা যায়। প্রাথমিক ফলাফল বলতে বুঝায় মাঠকর্ম চলাকালীন সময়ে গবেষকের মূল্যায়নে প্রাপ্ত তথ্যের অবস্থান। গবেষক মাঠকর্মী সংগ্রহকৃত তথ্য থেকে অনুমান করতে পারেন তার ফলাফল ও মাঠকর্মের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে। অনুমিত প্রাথমিক ফলাফল তার প্রত্যাশিত কিনা, দ্বিতীয়তঃ প্রত্যাশার কাছাকাছি কিনা এবং শেষতঃ ভিন্নতর কোনো ফলাফল কিনা - এ তিনটি উপবিভাগে ফলাফলকে ভাগ করা যায়। একই ভাবে তথ্য সংগ্রহ উত্তর প্রতিক্রিয়াও তিন ধরনের। গবেষকের প্রতিক্রিয়া মাঠকর্মে তার সন্তুষ্টি ও আত্মপ্রত্যয়, উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়া দেয়া উত্তর সম্পর্কে প্রত্যয় ও সন্তুষ্টি, এবং মাঠকর্মী ও উত্তরদাতার মিশ্র প্রতিক্রিয়া পারস্পরিক বিশ্বাস, সন্তুস্টি এবং প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে ভিন্নতর প্রতিক্রিয়া।

মাঠকের্মর এ পর্বে তথ্য সংগ্রহ প্রাথমিক ফলাফল অনুধাবন ও তথ্য সংগ্রহ উত্তর প্রতিক্রিয়া দুটি নিয়ামকের সাথে সম্পর্কিত হয় পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতা এবং পূর্বধাণাকৃত প্রতিচ্ছবি বা ইমেজ। নৃবৈজ্ঞানিক মাঠকর্মের মাধ্যমে যে তথ্য সংগ্রহ করে তার প্রধান অংশ জুড়ে থাকে গুণগত তথ্য। পরিমানগত তথ্য থেকে গুণগত তথ্যকে পৃথক করার মধ্য দিয়ে নৃবিজ্ঞানী তার নিজের মাঠকর্মের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে একটি সম্পূর্ণ গবেষণা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন। গুণগত তথ্যের ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীদের ঐতিহ্য হচ্ছে অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দেয়া। এ অভিজ্ঞতা হলো দেখার অভিজ্ঞতা - যেটি মাঠকর্মী মাঠকর্ম করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে বিষয়বস্তুর একই বা ভিন্ন ভিন্ন অংশের জন্য পর্যবেক্ষণ করেন - পর্যবেক্ষনের গুরুত্ব ও বিস্তৃতি তাই ব্যাপক। নৃবিজ্ঞানীগণ মাঠকর্মে নিজেকে একজন গভীর পর্যবেক্ষক হিসেবে দেখানোর প্রয়াস পান। পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনেই নিজেকে অংশগ্রহনকারীর ভূমিকায়ও অবতীর্ণ করান। মাঠকর্মে পর্যবেক্ষণ ও অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষণের প্রয়োগ এত বেশী যে এর মাধ্যমে সংগৃহীত গুণগত তথ্যকে পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতালব্ধ গুণগত তথ্য বলা যায়। এখানে প্রশ্ন আসে যে মাঠকর্মী যখন গুণগত তথ্য, পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যকে গুরুত্বদিতে চান তার আদলে তিনি ব্যতিক্রমকে খুজতে চান কিনা অর্থাৎ ব্যতিক্রম হিসেবে যা হয়েছে তাকেই ইস্যুতে পরিণত করেন। তাহলে এ ছোট কারণটি সমাজ বাস্তবতার নিয়ামক বা নির্ধারক না হওয়া সত্ত্বেও কেনো গুরুত্ব পাচ্ছে? এর উত্তরে বলা যায় সমাজ বাস্তবতার ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি এত বিশাল ও জটিল যে মাঠকর্মী ব্যতিক্রমকে বাস্তবের প্রতিচ্ছবি হিসেবে খুজবার চেষ্টা করেন।

একজন নৃবিজ্ঞানী যখন ব্যতিক্রম খুজতে চান, সেই খোঁজার মাধ্যমে তিনি

মুল প্রবাহকে কিছুটা হলেও এড়িয়ে যান। এ এড়িয়ে যাওয়া তার মাঠকর্মের প্রধান দিকটিকে আড়াল করে দেয়। যার ফলে নৃবিজ্ঞানীর কাছ থেকে যে প্রকৃত বাস্তবতা তুলে আনার বা পাবার প্রত্যাশা থাকে তা কিছুটা হলেও বিঘ্নিত হয়। এ সংকট তত্ত্বীয় নৃবিজ্ঞানে যেমন সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, ফলিত নৃবিজ্ঞানেও ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ব্যতিক্রমকে খোজার সাথে মাঠকর্মী প্রভাবিত হন পূর্বধারণাকৃত ইমেজ দ্বারা। মাঠকর্মের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় কিংবা গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারনের পর থেকেই মাঠকর্মীর মধ্যে তথ্যের আকাংখা '' তৈরী হয়। এ আকাংখা মাঠকর্মীকে তাড়িত করে পুরো মাঠকর্মের সময়ে - খুজে বের করাতে চায় প্রয়োজনীয় (নির্ধারিত) তথ্য, পর্যবেক্ষন করাতে চায় তথ্যের প্রয়োজনীয় ঘটনা, যে কোনো ঘটনাকে , সম্পর্ককে বিচার করাতে চায় বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট কিনা তা দিয়ে । বলা যায় তথ্য সংগ্রহের এ পর্বে মাঠকর্মী কিছুটা হলেও পক্ষপাতমূলক হয়ে পড়ে । তার প্রয়োজনীয় তথ্যটি বা অকাংখিত ইমেজটি যে সমাজ বাস্তবতার রূপায়ক তা ঐ সমাজের প্রান্তিক অবস্থানে থাকলেও মাঠকর্মী সেটিকে স্থান দেয় কেন্দ্রে। প্রধান ভূমিকাশীল উপাদানগুলি তার কাছে গৌণ হয়ে পড়ে। ফলে একদিকে কাঙ্খিত তথ্য পাবার জন্য মাঠকর্মীর কৌশল ও প্রচেষ্ঠা অন্যদিকে সমাজ বাস্তবতার গতিশীলতা - এ দুধারার বিপরীত অবস্থানে পড়ে যায় মাঠকর্মী। মাঠকর্মী এ পরস্পররমুখী ধারা থেকে কোনো ফলাফল তুলে আনতে না পারলে তার মাঠকর্মকে সফল বলা কঠিন।

মাঠকর্মের সূচনা ও সমাপ্তি

মাঠকর্মী নৃবিজ্ঞানী তার মাঠকর্ম কোন বিন্দু থেকে শুরু করবেন এবং কোন বিন্দুতে এসে সমাপ্ত করবেন নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার এটি একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। একজন গবেষক যেভাবে গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেন এবং মাঠকর্মের প্রস্তুতি গ্রহন করেন মাঠকর্ম ক্ষেত্র গবেষকের জন্য সেভাবে সজ্জিত থাকে না। তাই মাঠকর্মের যাত্রাবিন্দু মাঠকর্মের ফলপ্রসুতার সাথে জড়িত এমনকি পুরো গবেষণাটিকে একটি সম্পূর্ণ গবেষণা হিসেবে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। মাঠকর্মী ও উত্তরদাতা উভয়ের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি ও সম্পর্কস্থাপনের সীমারেখা ও গভীরতা নির্ধারনের জন্য মাঠকর্মের যাত্রা বিন্দু বিবেচ্য বিষয়। প্রচলিত গবেষণার ধারায় মনে করা হয় যে, গৃহীত গবেষনার বিষয়বস্তুর তত্ত্বীয় পটভূমি মাঠকর্মের যাত্রাবিন্দু ও সমাপ্তি রেখা নির্ধারনে সক্ষম। এর উত্তরের কিয়দংশ উপরেই উল্লেখ করেছি যে গবেষকের প্রত্যাশা ও গবেষনার পরিকল্পনা মোতাবেক মাঠ সজ্জিত থাকে না। কাজেই তত্ত্বীয় ধারনা, মাঠ সম্পর্কে পূর্বধারনা, ইমেজ সবকিছুর উর্ধ্বে থাকতে পারে 'মাঠবাস্তবতা'। সেক্ষেত্রে পরিকল্পিত যাত্রাবিন্দু ফলপ্রসু মাঠকর্মের জন্য কম গরুত্ব বহন করে। দ্বিতীয়তঃ গবেষণার উদ্দেশ্য যদি হয় তত্ত্ব বিনির্মান তাহলেতো বোঝা যায় যে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের প্রকল্প বা বাস্তবতা মাঠকর্মক্ষেত্রে হুবহু বা নাও হতে পারে সেজন্যই নয়া তত্ত্ব বিনির্মান বা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য গবেষনার নির্মিতে মাঠকর্ম করা । তৃতীয়তঃ

গবেষক মাঠকর্মক্ষেত্রে পদক্ষেপ দেয়ার পর থেকেই মোকাবেলা করেন বিবিধ প্রশ্নের অর্থাৎ তার পরিচয়, গবেষনার উদ্দেশ্য, প্রদত্ত মাঠকর্ম ক্ষেত্রকে বাছাইয়ের কারণ, কতদিন থাকবেন ইত্যাকার অসংখ্যা প্রশ্নের উত্তর দেন মাঠকর্মী। মাঠকর্মের প্রথমদিকের দিনগুলিতে তাই মাঠকর্মীকে একজন উত্তরদাতার ভূমিকায় থাকতে হয়। এ সময়ের মধ্যে প্রকৃত উত্তরদাতাগণ জেনে নেন তার কাঠকর্মের বিষয় ও উদ্দেশ্য। কাজেই মাঠকর্মীর জন্য যাত্রাবিন্দু থেকে সরে দাড়ানো বা বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা দ্রুত পরিবর্তনের সুযোগ করা থাকে। মাঠকর্মীর বিষয়বস্তু ও মাঠকর্মের যাত্রা বিন্দু তাই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে মাঠবাস্তবতার উপর।

মাঠে প্রবেশ করার পর মাঠকর্মী অন্তরঙ্গতা তৈরীর (rapport building) জন্যও সময় নেন। এ সময়ের মধ্যে উত্তরদাতাসহ মাঠকর্মক্ষেত্রের অধিবাসীদের কাছে তাকে স্পষ্ট করতে হয় তার গবেষণার বিষয়বস্তু, তৈরী করতে হয় এমন পরিবেশ যেখানে উত্তরদাতা নিরাপদ বোধ করেন গবেষণাকর্মে জড়িত হয়েও। প্রথম থেকে মাঠকর্মের বিষয়গুলি ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারলে উত্তরদাতা ক্রমশঃ আস্থা হারাতে থাকেন এবং নিজেকে নিরাপদে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। কাজেই যাত্রাস্থান সম্পর্কে মাঠকর্মীকে সতর্ক থাকতে হয়। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় মাঠকর্মের যাত্রা ভিন্নভাবেও হতে পারে। অন্তরঙ্গতা তৈরীর পাশাপাশি জরীপ কর্ম, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি দিয়েও শুরু করা যায় মাঠকর্ম। তবে সকল ক্ষেত্রেই মাঠকর্মের শুরুটা ধীরে চলা নীতিতে এগুলে মাঠকর্মীর জন্য বস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়ক হয়, মাঠকর্মী সহজেই গবেষণার মূলধারা ও মাঠ বাস্তবতার মূলধারার মধ্যে সম্পর্কায়ন করতে পারেন এবং মাঠকর্মে সম্পর্কিত ও অসম্পর্কিত বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পারেন যা তার যাত্রা ও মাঠকর্মের গতিশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। গবেষক তার গবেষণার বিষয়বস্তুকে কঠোর বা অনমনীয় করতে পারেন কিন্তু মাঠ বাস্তবতাকে অনমনীয় ও স্থির করতে পারেন না বিধায় মাঠকর্মের যাত্রাবিন্দু চূড়ান্ত ভ ব অনমনীয় নয় তা তত্ত্বীয় কাঠামো দ্বারা যতই নির্ধারিত হোক না কেন।

মাঠকর্মের যাত্রাবিন্দু নির্ধারণ গবেষণার জন্য আরেকটি কারনে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে গবেষক একটি মাঠে যত বেশী অবস্থান করবেন, উত্তরদাতার সাথে তার সম্পর্ক চলাফেরা , কথাবার্তা ততই বৃদ্ধি পাবে। সুতারাং যাত্রাবিন্দু থেকে গবেষক যত দুরে সরে দাড়াবেন - উত্তরদাতাদের সাথে তার যে প্রথম উচ্চারণ তা থেকে তত দুরে সরে যাবেন, উত্তরদাতাদের কাছে গ্রহনযোগ্যতা হারানোর সম্ভাবনা তত বেশী। আবার মাঠ ও উত্তরদাতার সাথে ক্রমবর্ধমান সামাজিক সম্পর্কের কারনে জটিল ব্যবস্থা কাজ করবে। সম্পর্কের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির সাথে সাথে তথ্যের আদান প্রদান বেড়ে যাবে, তথ্য গুছানো তত বেশী শ্রম ও মেধা সাপেক্ষ কাজ হয়ে দাড়াবে। যাত্রাবিন্দুর পাশাপাশি যাত্রাবিন্দু থেকে মাঠকর্মীর সতর্কতার সাথে যথার্থ ভূমিকা পালনের বিষয়টি গুরুত্ব বহন করে। মাঠকর্মীর এ অবস্থার প্রেক্ষিতে স্টকিং এর দৃষ্টিভঙ্গি স্মারনযোগ্য (Stocking 1983)। মাঠে সবার পর থেকে বিদায় নেবার পূর্ব পর্যন্ত গবেষক সমাজবাসী ও উত্তরদাতাদের পর্যবেক্ষনের কেন্দ্রবিন্দুতে পড়বেন। মাঠকর্মীর সাথে উত্তরদাতার পার্থক্য হচ্ছে মাঠকর্মী যেমন

ধীরে ধীরে তার পর্যবেক্ষণকে বিস্তৃত করবেন, উত্তরদাতা গবেষকের সাথে অন্তরঙ্গতা তৈরী হওয়া সত্ত্বেও তার পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াকে কমাতে বা বাড়াতে পারেন। এ হ্রাস বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে মাঠকর্মের সময় অতিক্রমের সাথে সাথে মাঠকর্মীর আচরণ, তথ্য বিনিময়ের কারনে যে পরিচিতি ঘটবে তার আলোকে মাঠকর্মীকে মূল্যায়ন করা। এ মূল্যায়নের ধারায় মাঠকর্মীর মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন বা যাত্রাবিন্দুর বক্তব্যের সাথে অসামঞ্জস্যতা থাকলে তা উত্তরদাতাদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হতে পারে। এবং পর্যবেক্ষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে।

সকল মাঠকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে যাত্রাবিন্দুর পাশাপাশি শেষ বিন্দু নির্ধারণও গুরুত্বপূর্ণ। শেষবিন্দু (end point) এর সাথে জড়িত রয়েছে মাঠকর্মের ও গবেষণার সম্পূর্ণতা, গবেষক ও উত্তরদাতার সন্তুষ্টি, প্রত্যাশিত ও প্রাথমিক ফলাফলের সমন্বয় ইত্যাদি। মাঠকর্মের যাত্রাবিন্দুও বিষয়বস্তু, মাঠকর্মের ধারাবাহিকতা ও প্রাথমিক ফলাফল পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে দেয় মাঠকর্মের শেষবিন্দু কোথায় হবে। একটি মাঠকর্মের সমাপ্তি কেবল মাঠকর্মীর সন্তুষ্টির বিষয় নয় উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়া বোঝার একটি দিকও বটে। এছাড়া একই মাঠকর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে মাঠকর্ম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রতিটি মাঠকর্মের সমাপ্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহন করে।

প্রশ্নক্রম

মাঠকর্মে প্রশ্নক্রমের (question serial) উপর নির্ভর করে এর ধারাবাহিকতা, তথ্য প্রাপ্তির সহজলভ্যতা ও জটিলতা। প্রশ্নের সঠিক ক্রমবিন্যাস বিষয়বস্তুর স্বচ্ছতাকে উপখাপন করে। একটি প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নকর্তা-মাঠকর্মী যেমন উত্তরদাতাকে মূল্যায়নের চেষ্টা করে ও তথ্য সংগ্রহ করে বিপরীত দিক থেকে প্রশ্নের উপস্থাপনা থেকে উত্তরদাতা মাঠকর্মী ও তার বিষয়বস্তুকেও মূল্যায়ন করে। মাঠকর্মে পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষক তার মাঠকর্মক্ষেত্র সমাজকে ও সমাজের বাস্তবতাকে চিহ্নিত ও উপস্থাপন করার প্রয়াস পান। এ থেকে বোঝা যায় যে মাঠকর্মের প্রশ্নমালা পূর্বে তৈরী হোক বা মাঠ বাস্তবতার নিরীখে তৈরী হোক - প্রশ্নসমূহের উপস্থাপনার ধরন মাঠকর্মী ও উত্তরদাতার মধ্যে পরস্পরমুখী বা পরস্পরবিরোধী স্রোত তৈরী করে যার মিথষ্ক্রিয়াই হচ্ছে গবেষণার বা মাঠকর্মের গতি প্রকৃতির নির্ধারক। তাই প্রশ্ন প্রণয়েনের ক্ষেত্রে গবেষককে খুঁতিয়ে দেখতে হয় কয়েকটি বিষয়কে - প্রথমতঃ প্রশ্নের মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর গভীরতা অর্থাৎ প্রশ্নটি গবেষণার বিষবস্তুর সাথে কতটা সংশ্লিষ্ট ও বিষয়বস্তু অনুধাবনে কতটা স্বচ্ছ, দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন উপস্থাপনের ভঙ্গি ও ভাষা এবং শেষতঃ একজন উত্তরদাতার কাছে উপস্থাপন করা মোট প্রশ্নের সংখ্যা ও বিভাগ (একই সময়ে ও বিভিন্ন সময়ে)। এ তিনটি বিষয়ই মাঠকর্মী ও উত্তরদাতার ব্যক্তিক অবস্থান, শিক্ষা ও বহিঃদৃষ্টি (outlook) এর পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে জড়িত। একজন উত্তরদাতাকে

মাঠকর্মী যখন একাধিক প্রশ্ন করবেন বা যখন একাধিক তথ্য জানবার চেষ্টা করবেন সেক্ষেত্রে প্রশ্নের ক্রম তথ্যের জন্য প্রধান নির্ধারক। উত্তরদাতা কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবার সময়ে নিজেকে বিতর্কিত অবস্থানে সচেতনভাবে উপস্থাপন করবেন না - এটাই স্বাভাবিক। তাই একাধিক প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে প্রশ্নের ধারাবাহিকতা থাকুক বা না থাকুক, উত্তরদাতার খেয়াল রাখেন যে তার উত্তর সমূহের মিল ও ধারাবাহিকতা রয়েছে কিনা। পরপর দু'টি প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে যদি উত্তরগুলি সমগোত্রীয় তথ্য প্রদান করে তবে পূর্ববর্তীটির উত্তরের দ্বারা পরবর্তীটির উত্তর প্রভাবিত হতে পারে। অর্থাৎ উত্তরদাতা প্রথম প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করেন, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথম উত্তরের নিরীখেই উত্তর দেন। কেননা উত্তর দাতা কখনো তার উত্তরের ক্ষেত্রে দ্বৈত চরিত্রের ভূমিকায় নিজেকে দাঁড় করাবেন না যেখানে মাঠকর্মীর জন্য একটি আশংকা থেকে যায় যে উত্তরদাতা নিজেকে নির্ভেজাল প্রমাণ করার কারণে প্রকৃত তথ্য প্রাপ্তি ত বিঘ্ন ঘটছে। মাঠকর্মীকে নিশ্চিৎ করতে হবে যে একটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রশ্নের ক্রম তালিকা কি হবে। প্রশ্নসমূহের সম্পর্কের চেয়ে তাদের উত্তরসমূহের সম্পর্কের প্রতি মনোযোগী হওয়া মাঠকর্মীরই দায়িত্ব।

প্রশ্নক্রম বিবেচনা আরো একটি কারনে সাম্প্রতিক নৃবৈজ্ঞানিক মাঠকর্মকে ভাবিয়ে তুলছে তা হলো একটি প্রশ্ন শেষ করার পর পরবর্তী প্রশ্ন যাবার মধ্যে যে ব্যবধান তাকে মাঠকর্মী কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে। একটি প্রশ্ন থেকে আরেকটি প্রশ্নে যাওয়া মাঠকর্মী প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতা উভয়ের জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে বিবেচ্য এবং পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে।

একজন উত্তরদাতাকে যখন একাধিক প্রশ্ন করা হয় তার ক্রম ও প্রসঙ্গ পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিটি প্রশ্নোত্তরের সময় সম্পর্কে মাঠকর্মীকে সচেতন থাকতে হয়। প্রশ্নকর্তা একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পর উত্তরদাতা কতক্ষন সময় নিতে পারেন ঐ প্রশ্নের উত্তরের জন্য এবং এ মধ্যবর্তী সময়ে মাঠকর্মী কি করছেন? দ্বিতীয়তঃ উত্তরদাতার কাছে প্রশ্নটি বা প্রসঙ্গটি নতুন হলে তাকে ভাববার জন্য কতটা সুযোগ দেয়া হয়। নৃবিজ্ঞানীগণ যদিও তাদের মাঠকর্মে উত্তরদাতার স্বাধীনতা উন্মুক্ত প্রশ্নমালা, সংলাপ (dialogue) ও সম্প্রতিকালে সংলাপমূখী প্রক্রিয়া (dialogical process) এর কথা উল্লেখ করেন, তথাপি প্রশ্ন থেকে যায় তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ বাস্তবতায় তারা উত্তরদাতাকে উপরোক্ত প্রসঙ্গ সমূহে (প্রশ্নক্রম, প্রসঙ্গ পরিবর্তন, উত্তরের সময় বিবেচনা) কতটা স্বাধীনতা দিচ্ছে। উত্তরের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রশ্নের পর্যায়ক্রমিক উপস্থাপনা সম্পর্কে মাঠকর্মীর ভূমিকাই প্রধান। বিষয়বস্তুর নিরীখে তৈরী প্রশ্নমালা সংশোধিত হওয়া উচিত মাঠকর্মীক্ষেত্রের বাস্তবতার দ্বারা। ভাষাগত উপস্থাপনার ক্ষেত্রে মাঠকর্মী প্রতিটি প্রশ্ন ও প্রশ্নের বিষয়কে উত্তরদাতার ভাষায় 'একক ভাষান্তর'[৪] করে উপস্থাপন করলে উত্তরদাতার পক্ষ থেকে মাঠকর্মে তথ্য প্রদানকারী হিসেবে সহযোগিতার মাত্রা বেড়ে যায়।

উত্তরদাতার কাছে একই প্রশ্ন একাধিক বার উপস্থাপনের জটিলতা সংক্রান্ত

বিষয়টিও প্রশ্নক্রম আলোচনার মধ্যে পড়ে। নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে জনপ্রিয় অথবা ব্যাপক চর্চা হচ্ছে একটি কৌশল যেখানে একজন উত্তরদাতাকে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে , একই প্রশ্ন করা হয় অথবা একই তথ্য চাওয়া হয়। প্রচলিত গবেষকদের যুক্তি হচ্ছে এর মাধ্যমে উত্তরের যথার্থতা যাচাই করা যায়, তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ে এবং পূনঃনিরীক্ষণ (cross-check) এর প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। এর বিপরীতে যুক্তি উত্থাপিত হচ্ছে আধুনিক নৃবিজ্ঞানে । একই প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন সময়, পরিবেশ ও প্রসঙ্গে নেয়া হলে স্থান, সময় ও পরিবেশের প্রভাবে উত্তরদাতার অনুভূতি ভিন্ন হবার কারনে উত্তরের অমিল যেমন থাকতে পারে, তেমনি বিরক্তি বা সমঝোতার অভাব দেখা দিতে পারে, মাঠকর্মী ও উত্তরদাতার মধ্যে। মাঠকর্মীর নিশ্চয়তা লাভের বিপরীতে উত্তরদাতা হতে পারেন সন্দেহ প্রবণ, স্থান ও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত যা প্রকৃত তথ্যের জন্য অন্তরায় হিসেবে কাজ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ক্রস চেক-এর জনপ্রিয়তাও প্রশ্নের মুখোমুখি। কারণ ক্রস চেক করলেই সে তথ্য নির্ভরযোগ্য এর নিশ্চয়তা কি? ক্রস চেক-এর কারনে মাঠকর্মী বা গবেষক দ্বিধাগ্রস্তও (confused) হতে পারেন, তথ্যের ভিন্নতা দেখা দিতে পারে, যেহেতু মাঠকর্মী ক্রস চেকে তথ্যের ভিন্নতা পেলে সেটিকেই গুরুত্ব দেন। তৃতীয়তঃ মাঠকর্মীর, ক্রস চেক-এর বিপরীতে উত্তরদাতাদের নিজেদের মধ্যকার ক্রস চেক প্রক্রিয়াকেও অস্বীকার করা যাবে না। মাঠকর্মকালীন মাঠকর্মীকে নিয়ে উত্তরদাতাদের মধ্যে আলোচনা হওয়াই স্বাভাবিক এবং এ আলোচনায় গবেষণার বিষয়, প্রশ্ন উপস্থাপনার ধরন উত্তরে নমুনা ইত্যাদি আলোচিত হয় অহরহই । কাজেই উত্তর দাতারাও চেক করে নিতে পারে পরস্পরের দেয়া উত্তরগুলো। সেক্ষেত্রে পরবর্তী তথ্য সমূহের মধ্যে সমমুখীতা দেহা দেয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

Bird's eye view

নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে নিজ নিজ গবেষণা কর্মকে সম্পূর্ণ কর্ম (complete research) এথনোগ্রাফিকে সমৃদ্ধ এথনোগ্রাফি এবং মাঠকর্মকে গভীর মাঠকর্ম (intensive fieldwork) হিসেবে প্রকাশের প্রবণতা রয়েছে। পর্যাপ্ত তথ্য সমৃদ্ধ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস সকলের মধ্যেই রয়েছে। আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক নৃবিজ্ঞানে মাঠকর্মের গভীরতা ও তথ্যবহুলতাকে সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখান যে মাঠকর্মী পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন না করলে মাঠকর্ম থেকে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না এবং বাস্তবতার উপস্থাপনও করা যায় না। মাঠকর্মী একটি সমাজ থেকে কেবল তথ্যই সংগ্রহ করেন না বরং ঐ সমাজে যতদিন অবস্থান করেন ততদিন সামাজিক প্রথা, মূল্যবোধ, বিধিমালা মেনে চলেন এবং ঐ সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলেন মাঠকর্মকালীন সময়ের জন্য। এ সামাজিক বন্ধনের মধ্যে থেকে মাঠকর্মী তার সামর্থ্য দিয়ে সমাজের গভীরের অনূভূতিগুলি উপলব্ধি করতে পারবেন কিনা তা বোঝার উপায় নেই। মাঠকর্মক্ষেত্রে গবেষক/মাঠকর্মী একজন ব্যক্তি । অপরদিকে সমাজবাসী মানুষের সংখ্যা অনেক।

তার উত্তরদাতাও অনেক। তাই একজন গবেষকের পক্ষে সমাজের সকল ঘটনার স্বাক্ষী হওয়া সম্ভব নয় ও সকল ঘটনার সূত্র অনুধাবন করতে পারেন না। সমাজবাসীদের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ক সমূহ একই সাথে ক্রিয়াশীল থাকায় মাঠকর্মী তার নিকটতম সম্পর্ক ও সম্পর্কের নেটওয়ার্ককে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করতে পারেন। কাজেই মাঠকর্মের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করার ও সকল প্রতীকের অর্থ খুজে পাবার দাবী অতি হালকা দাবীমাত্র।

এ সূত্র ধরে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় মাঠকর্মী নৃবিজ্ঞানী যদি সমাজ বাস্তবতার ঘটনাগুলো সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করতে না-ই পারেন তবে তথ্যের বা গবেষণার ধারাবাহিকতা কিভাবে রক্ষা করছেন? এর উত্তরে বলা হয় যে মাঠকর্মীর সংগৃহীত তথ্যগুলো তার পর্যবেক্ষনের সীমানার মধ্যে কিছু ধারাবাহিক ঘটনা, কিছুটা পূর্বধারনার ইমেজ এবং, বাকীটা মাঠকর্মীর খুজে বের করা যুক্তি। অর্থাৎ মাঠকর্মী যে তথ্যগুলো সংগ্রহ করছেন, সেগুলি তার সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনা বা তার উত্তরদাতার কাছ থেকে নেয়া। এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে তার সংগৃহীত তথ্য সমূহ তার সংগ্রহের ধারাবাহিকতাকে যেমন প্রতিনিধিত্ব করে তেমনি সজ্জিত করে ঘটনাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে। এখানে মাঠকর্মীর ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে। একই সাথে ক্রিয়াশীল সমাজের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে যেটি বা যেগুলি মাঠঋর্মীর পর্যবেক্ষনের আওতায় সেগুলোকে তিনি প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করেন - সেগুলোর ধারাবাহিকতাকে গবেষনার ও তথ্যের ধারাবাহিকতার রূপে রূপায়িত করেন। দ্বিতীয়তঃ গবেষক তার তথ্যের জন্য উত্তরদাতার সংখ্যা কমাতে পারেন নমুনায়নের (sampling) মাধ্যমে ও (unit of study) বা গবেষণার একক নির্ধারনের মাধ্যমে । সেক্ষেত্রে গবেষকের দাবী হতে পারে স্বল্প পরিসরের প্রতিটি ঘটনার উপস্থাপন কিন্তু নমুনায়ন পদ্ধতি ও একক নির্ধারনের মাধ্যমে বাস্তবতার পরিবর্তে বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব অথবা প্রতিনিধিত্বের সম্ভাবনাকে (Probability) দাবী করা যায়, পুরো বাস্তবতাকে নয়। পরিসংখ্যানিক এ কৌশল সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করে যেখানে বাস্তবতার পূণাঙ্গ অবস্থান স্বীকৃত নয়। এ দুটি সীমাবদ্ধতার কারনে মাঠকর্মের মাধ্যমে বাস্তবতা উপস্থাপনের প্রক্রিয়াকে আভক্ষধ'ড় নঁন ৎভনং এর মাধ্যমে উপস্থাপিত বলে বিবেচিত হয়। যেখানে মনে করা হয় যে সামাজিক বাস্তবতা পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর কিন্তু তার উপস্থাপন প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সম্ভব। অথচ প্রকৃত বাস্তবতা উপস্থাপিত হয় না। একজন গবেষক দাবী করছেন সমাজকে ও সকল সামাজিক প্রপঞ্চ অনুধাবনের - তার নিজের অবস্থানের নিরীখে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তিনি কেবলমাত্র সাধারণ অবস্থাকে দৃষ্টির সীমানাভূক্ত করতে পারেন। সমাজের বাইরে থেকে এসে বাইরেরই থেকে যান, ফলে খুজে পান না লুকিয়ে থাকা ঘটনা গুলো যাকে বলা যায় Bird's eye view তে দৃষ্ট সমাজ বাস্তবতা।

অন্য সংস্কৃতি ও নিজ সংস্কৃতির পরিসর

মাঠকর্মের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিসরের পরিবর্তে সাংস্কৃতিক পরিসর (cultural

context) প্রত্যয়টি ব্যবহার করাই যৌক্তিক মনে করি। একজন গবেষক যখন মাঠকর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন তিনি যে অস্তিত্ব নিয়ে প্রবেশ করেন তা হচ্ছে গবেষকের নিজস্ব সাংস্কৃতিক অবস্থান ও পরিচিতি। মাঠকর্মী বহিরাগত বা নিজ সমাজের লোক তা নির্ধারনের মূল মাধ্যম হিসেবে কাজ করে সমাজ নয় সংস্কৃতি এবং সামাজিক কোনো সম্পর্ক নয় বরং সাংস্কৃতিক পরিসর । গবেষক এখানে সামাজিক সম্পর্কের নেটওয়ার্কের উর্ধ্বে কাজ করছেন না বরং নেটওয়ার্কের মধ্যেই কাজ করছেন কিন্তু উত্তরদাতার ও প্রশ্নকর্তা মাঠকর্মীর পরস্পরের কাছে পরস্পরের পরিচয় সাংস্কৃতিক পরিচিতি অর্থাৎ সংস্কৃতি মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

তথ্যের একমুখী প্রবাহ অর্থাৎ উত্তরদাতার থেকে গবেষকের দিকে নৃবিজ্ঞানে আজ আর স্বীকৃত নয় (Brettel 1993)। তথ্য প্রবাহিত হচ্ছে মাঠকর্মী ও উত্তরদাতা উভয় দিকেই। মাঠকর্মী তার গবেষনার বিষয়টি উত্তরদাতার কাছে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে উত্তরদাতাকেও ঐ গবেষনার সাথে যুক্ত করে তথ্য সরবারাহের মাধ্যমে উত্তরদাতার বহিঃদৃষ্টির পরিবর্তন ঘটতে পারে।[৫] প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উত্তরদাতা যে তথ্যগুলি জেনে নেয় তার দ্বারা চেতনাগত পরিবর্তনটি গবেষণার অন্তভূক্ত হচ্ছে না যেটি নৃবিজ্ঞানে মাঠকর্ম সম্পর্কে আজ প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে দাড়িয়েছে। উত্তরদাতার এ পরিবর্তনকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে? মাঠকর্মী মাঠকর্ম শেষ করে ফিরে আসার পর ঐ সমাজবাসীর কাছে তার যে স্মৃতি বা অবয়ব অবশেষ থেকে যায় তা উত্তরদাতাদের মধ্যে কিছু নুতনত্বের সঞ্চারণ ঘটায় এবং এর প্রভাব পরে তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে। মাঠকর্মী যেমন মাঠ থেকে ফিরে রিপোর্ট তৈরী করছেন, এথনোগ্রাফী লিখছেন বা ডিগ্রী সমাপ্ত করছেন, একইভাবে উত্তরদাতারাও গবেষকের প্রতিকৃতি অনেক দিন, মনে রাখবে খুঁতিয়ে ভাববে তার কাজকর্ম, তৈরী করবে তার সম্পর্কে বিভিন্নতর ধারনা, পরিবর্তিত হবে তাদের বহিদৃষ্টি। এ দ্বিতীয় অংশটি নৃবিজ্ঞানীদের লেখায় আসেনা কখনোই। এ কারনে নৃবিজ্ঞানীদের কাজ, তত্ত্ব ও নীতি আজ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি । সাংস্কৃতিক বেড়াজালে আটকা পড়ছেন নৃবিজ্ঞানী তার বড় বড় দাবী নিয়ে, বুলি নিয়ে ও বুদ্ধিদীপ্ত উচ্চারণ নিয়ে। উত্তর-আধুনিক নৃবিজ্ঞানীগণ সংস্কৃতির বিনির্মাতা (cultural constructionist) হিসেবে অন্যান্যদের যেভাবে যুক্তি ও প্রশ্নবানে জর্জরিত কোণঠাসা করে দিয়েছেন, চিহ্নিত করছেন নিজেদের সমাজ বাস্তবতার আদর্শ বোদ্ধা বা পর্যালোচক হিসেবে, বিপরীতদিকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে পারেননি উত্তরদাতা ও মাঠকর্মীর মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ক ও সংস্কৃতিক ব্যবধানের চুড়ান্ত বিন্দু নির্ধারনে। তারাও মুখোমুখি হচ্ছেন এ প্রশ্নের যে উত্তরদাতা ও মাঠকর্মীর মধ্যকার সাংস্কৃতিক ব্যবধান থাকার কারণে সামাজিক সম্পর্কের নীতিগত স্বরূপ কি হওয়া উচিৎ? তথ্য সংগ্রহের পরই উত্তরদাতার সাথে গবেষকের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে নাকি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে সম্পর্কের ধারাটি?

আজও বিতর্কিত থেকে যাচ্ছে নৃবিজ্ঞানীদের কাছে উত্তরদাতা ও মাঠকর্মীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রসঙ্গটি। মাঠকর্মী অন্য সংস্কৃতির বা নিজ

সংস্কৃতির যেখানকারই হোন না কেন মাঠকর্ম শেষে সংগৃহীত তথ্য নিয়ে যখন চলে আসেন যা দিয়ে গড়ে তুলেন নিজের ক্যারিয়ার এবং সে তথ্য দিয়ে তাকে ক্যারিয়ার গঠনে যে সহযোগিতা করল তাদের কথা ভাববার সুযোগ যদি না-ই থাকে গবেষনায় তবে সে গবেষনা অসংখ্য প্রশ্নের সামনে পড়ে যেমন - উত্তরদাতা কেবল তথ্য প্রদানকারী সম্পদ (resource) হিসেবেই বিবেচিত হবে নৃবিজ্ঞানে? তিনি কত বড় সম্পদ যে শুধু দিয়েই যাবেন নৃবিজ্ঞানীদেরকে শুধু বুদ্ধিজীবি তৈরী করেই যাবেন এবং সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত (used, utilized) হতে থাকবেন। বোধকরি এমন নীতিবোধ তত্ত্বীয়, ফলিত ও উত্তর-আধুনিক নৃবিজ্ঞানীরা কেউ-ই ভাবতে চান না। কারণ মানবকল্যাণ, সোশাল কমিটমেন্ট, মানবাধিকার প্রত্যয়গুলো আলোচনা বা বক্তৃতার বিষয় হিসেবে বুদ্ধিজীবি নৃবিজ্ঞানী দর কাছে যত প্রিয়, সমাজ বাস্তবতায় তাদের দ্বারাই তত বেশী রহস্যজনক আচরণের শিকার। বিষয়টি একটু স্পষ্ট করে বলা যায় যে সাংস্কৃতিক পরিসর বিবেচনায় মাঠকর্মী উত্তরদাতার থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তার তথ্য সংগ্রহের প্রভাব থেকে উত্তরদাতা মুক্ত নন। উত্তরদাতার প্রাপ্তি বিবেচিত হতে পারে, গবেষণার চূড়ান্ত ফলাফলের প্রয়োগ দিয়ে সেটি ফলিত নৃবিজ্ঞানের কর্মধারার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করে। কিন্তু উত্তর-আধুনিক নৃবিজ্ঞান ফলিত নৃবিজ্ঞানকে বৈশ্বিক রাজনীতির বলয়ের মধ্যে রেখেই যখন বিচার করে এবং সমাজ বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তখন এটি স্ববিরোধীতার ইঙ্গিত দেয়। সোস্যাল কমিন্টমেন্ট থাকতে হবে আবার প্রায়োগিক কাজের নীতিবোধ অমার্জিত এ বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধিতা যেমন রয়েছে তেমনি গবেষক ও উত্তরদাতার সাংস্কৃতিক পরিসর ও মাঠকর্মের নীতিবোধের সাথে মানবাধিকার প্রত্যয়ের বৈশ্বিক রাজনৈতিক বলয়ের নিরিখে প্রত্যয়নকে গ্রহণ করাও স্ববিরোধিতামূলক।

শেষ কথা

মাঠকর্ম সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে যে বিয়টি উদঘাটন করা হচ্ছে তা হলো নৃবিজ্ঞানের মাঠকর্ম এখন তথ্যের গ্রহনযোগ্যতা নীতিবোধ ও বাস্তবতা উপস্থাপনের মাধ্যম কিনা সেসব প্রশ্নের সাথে জড়িত। নৃবিজ্ঞানীগণ মাঠকর্মকে যেমন তত্ত্ববিনির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের উপায় হিসেবে চিহ্নিত করছেন , মাঠকর্মে মাঠকর্মীর ভূমিকা সেক্ষেত্রে যথার্থ কিনা, মাঠকর্মের মাধ্যমে মাঠকর্মী যে সমাজ বাস্তবতা অনুধাবনের দক্ষতা দাবী করছেন এথনোগ্রাফীর পাঠকগণ সে দাবী গ্রহন করছেন কিনা। পাঠক একটি সমাজ বাস্তবতাকে দেখেন এথনোগ্রাফার এর দৃষ্টি দিয়ে। এথনোগ্রাফার দেখেন নিজের পর্যবেক্ষন ও উত্তরদাতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। ফলে পাঠকের সাথে সমাজ বাস্তবতার প্রকৃত চিত্রের ব্যবধান মাঠকর্মী পূরন করতে পারছেন কিনা তা-ই নৃবিজ্ঞানের মাঠকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ। মাঠকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট নৃবিজ্ঞানের দুটি প্রচেষ্টা (তত্ত্ব বিনির্মান ও এথনোগ্রাফীর মাধ্যমে সমাজ বাস্তবতার উপলব্ধি) মাঠকর্মকে নৃবিজ্ঞানের একাডেমিক পরিসরে কেন্দ্র বিন্দুতে স্থান দিয়েছে (চিত্র-২)।

ক) মাঠকর্ম ও নৃবিজ্ঞানে বিনির্মাণ

তত্ত্ব → প্রকল্প (hypothesis) → তথ্য (data) → ফলাফল → নূতন তত্ত্ব
(তত্ত্বের আলোকে) ↑ মাঠকর্ম

খ) মাঠকর্ম ও এথনোগ্রাফিক উপস্থাপনা

পাঠক ⟶ এথনোগ্রাফি ⟶ সমাজ বাস্তবতা
↑
সমাজ বাস্তবতা
↑ ↑
মাঠকর্মী → উত্তরদাতা

চিত্র-২ঃ নৃবিজ্ঞানে মাঠকর্ম

তথ্য আদায়ে মাঠকর্মীর দক্ষতা ও কৌশলাদি উত্তরদাতাকে প্রভাবিত করা (পরোক্ষভাবে শোষন করা) নীতিবোধের প্রশ্নে জর্জড়িত তেমনি উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়া ও প্রাপ্তি এথনোগ্রাফিতে অনুপস্থিতির অভিযাগে অভিযুক্ত নৃবিজ্ঞান। নৃবিজ্ঞানের একাডেমীক পরিসরে মাঠকর্মের তথ্যাবলী ও উপস্থাপনা বা লেখার স্বরূপ (forms of writing) কিভাবে সমাজিক ঘটনা ও বাস্তবতাকে রূপান্তর (shape) করছে এবং তথ্য সংগ্রহের ধরণ (forms of data collection) মাঠে প্রত্যাশিত বা খুজতে চাওয়া বাস্তবতাকে উপস্থাপন করছে তা ব্যাপক ও গভীর বিশ্লেষনের বিষয়।

টীকা

১. উল্লিখিত মন্তব্যটি একজন গ্রামীণ সালিশকারের। আত্মীয়তা ও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো শীর্ষক গবেষণার মাঠকর্ম কালীন গ্রামীণ সালিশী ব্যবস্থার উপর প্রশ্নোত্তর কালে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা, আইন ও প্রচার মাধ্যমের তাদের প্রতিকৃতি সম্পর্কে এ কথাগুলো বলেন।

২. এটি একজন উত্তরদাতার মন্তব্য। ১৯৯১ সালের ঘুর্নিঝড়ের পরপরই ভোলা জেলার ঢালচরে ''দূর্যোগ উপসংস্কৃতি'' শীর্ষক গবেষনার মাঠকর্ম করার ১৯৯৭ সালে একই মাঠকর্ম ক্ষেত্রে ''প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও সমাজ কাঠামো'' শীর্ষক গবেষণাকর্মের জন্য মাঠকর্মে গেলে একজন

উত্তরদাতা তার প্রতিক্রিয়া এভাবে ব্যক্ত করেন।

৩ স্থানিক নৃবিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা লিখেছেন, Sahlins (1996) তাঁদের একজন। এ প্রসঙ্গে *Current Anthropology,* April 1996-তে Mourice Godelier এর মন্তব্য দেখুন।

৪. একক ভাষান্তর বা single translation বলতে প্রশ্নকে মাঠকর্মীর ভাষা থেকে উত্তরদাতার উপযোগী স্থানীয় ভাষায় রূপান্তরকে বুঝায় যাতে উত্তরদাতা তার নিজস্ব ভাষাজ্ঞানের মাধ্যমেই প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করতে পারেন। মাঠকর্মী বিদেশী হলে এক্ষেত্রে double translation চিহ্নিত করা যায়।

৫. ২ নং টীকায় উল্লিখিত উদাহরণ এক্ষেত্রে বিবেচনার দাবী রাখে।

তথ্যসূত্র

Atkinson, P. (1990) *The Ethnographic Imagination: Textual Construction of Reality*. Routledge.

Brettel, C. B. (1993) *When They Read What we Write: The Politics of Ethnography*. Bergin & Garvey.

Clifford, J. (1986) Partial Truth. In J. Clifford & G. Marcus, eds., *Writing Culture*, Univ of California Press, pp 1-26

Clifford, J. (1988) *The Predicament of Culture*. Cambridge

Clifford, J. & G. E. Marcus, eds. (1986) *Writing Culture: The Poetics and the Politics of Ethnography*. Berkeley: Univ. of California Press Press.

Douglas, M. (1994) *Risk and Blame: Essays in Cultural Theory*. Routledge.

Fardon, R. (1995) *Counterworks: Managing the Diversity of Knowledge*. Routledge.

Geertz, C. (1988) *Works and Lives: The Anthropologist as Author*. Stanford Univ Press.

Hammersley, M. and P. Atkinson (1983) *Ethnography: Principles in Practice*. London: Routledge.

Moran, E. F. (1996) *Transforming Societies, Transforming Anthropology*. Univ of Michigan Press.

Rosaldo, R. (1986) From the Door to His Tent. In J. Clifford & G. Marcus, eds., *Writing Culture*.

Sahlins, M. D. (1996) The Sadness of Sweetness: The Native Anthropology of Western Cosmology. *Current Anthropology*, April 1996.

Stocking, Jr., G. W., ed. (1983) *Observers Observed: Essays on Ethnographic Fieldwork*. Univ of Wisconsin Press.

Willigen, J. van, B. Rylko-Bauer & A. McElroy (1989) *Making Our Research Useful: Case Studies in the Utilization of Anthropological Knowledge*. Westview Press.